বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
(বিআরটিসি)

ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরটিসি বাস এবং ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদে ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার খাতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরী করছে। ফলে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে বিআরটিসি ভূমিকা রাখছে।

বাস ও ট্রাক ডিপো

যানবাহনের স্বল্পতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের চাহিদা থাকা সত্বেও বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি ডিপো সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বন্ধ থাকা ডিপোগুলো পুনরায় চালু করা হয়েছে। গাবতলীতে ০১টি, মোহাম্মদপুরে ০১টি, এবং দিনাজপুরে ০১ টি সহ মোট ০৩টি বাস ডিপো নতুনভাবে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি ও ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ০২টি।

বাস বহর

বর্তমানে বিআরটিসি'র বাস বহরে বিদ্যমান ১৫৩৮টি বাসের মধ্যে ৯৮১টি বাস চলমান। আরো ৩০১ টি বাস মেরামত করে বহরে সংযুক্ত করার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকার বৈদেশিক সহায়তায় ৬০০টি বাস সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিআরটিসি'র বাস বহর

ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে মোট ১৪৬টি (বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ ট্রেনিং কজে নিয়োজিত ০৮টি ট্রাকসহ) ট্রাক রয়েছে। তম্মধ্যে পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত ১৩৮টি ট্রাকের মধ্যে চলমান ট্রাক সংখ্যা ১১৩টি । রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকার বৈদেশিক সহায়তায় ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিআরটিসি'র ট্রাক সার্ভিস

সিটি বাস সার্ভিস

বিআরটিসি মোট ২৬৭ টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটির ৪৪ টি রুটে সিটি সার্ভিস পরিচালনা করছে।

বিআরটিসি'র সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসির সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। আন্তঃজেলার ১৫০ টি রুটে বিআরটিসির বিভিন্ন মডেলের ৪০৬ টি বাস চলাচল করছে। অশোক লিল্যান্ড এসি, দ্যাইয়ু এসি ও টিসি/টাটা বাস আন্তঃজেলায় চলাচল করছে।

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-শিলং-গোহাটি-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু আছে। গত ০৮ মে ২০১৭ তারিখ ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে নতুন করে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাজধানী থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। এ সার্ভিস চালু হওয়ায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সহজ ও সুলভ এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। ঢাকা-রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ-মালদহ-বহরমপুর-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বাস সার্ভিস চালুর নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেগোসিয়েশন চলছে।

ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

স্টাফ বাস সার্ভিস

- সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১০৪টি রুটে বিআরটিসি'র ১৩৭টি স্টাফ বাস চলাচল করছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৩৫টি বিশেষ বাস সার্ভিস রয়েছে।

মহিলা বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবি মহিলাদের দপ্তরে আনা-নেয়ার জন্য মহিলা বাস সার্ভিসে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৫ টি রুটে ১৮টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে চলাচল করছে।

বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

মিরপুর-আজিমপুর সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুটে বিআরটিসি'র ০২ টি বাস স্কুল বাস হিসেবে নিয়মিত চলাচল করে।

বিআরটিসি'র স্কুল বাস সার্ভিস

আপদকালীন যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরেও এ ধরনের বিশেষ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেবা অব্যাহত ছিল।

প্রশিক্ষণ

দক্ষ গাড়ী চালক সৃষ্টি এবং দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি'র ১৭টি (১৪টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮,১২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫১৩ জন। মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি'তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

জনবল নিয়োগ

বিআরটিসি'তে ২০০৯ হতে ২০১৩ মেয়াদে ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় দেখা দেয়। এ প্রেক্ষোপটে ২০০৯ পরবর্তী সময়ে বিআরটিসি'তে চালক ও অন্যান্য পদে মোট ১৭০৩ জন শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮০ জন চালকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে বিআরটিসি'র বাস পরিচালনা কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যানবাহন ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার

বিআরটিসির বাসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুটভিত্তিক পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার জন্য 'যানবাহন ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার' চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

Rapid Pass চালু

আব্দুলাহপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি'র এসি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও JICA এর মধ্যে গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী গত ১৬ মে ২০১৭ তারিখ থেকে এ রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীসাধারণ প্রথমবারের মত Rapid Pass ব্যবহার করে ভ্রমণ করছেন।

আব্দুলাহপুর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass সার্ভিস

চালক, কন্ডাক্টর ও কারিগরদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান

বিআরটিসি'র চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যাত্রীসেবা উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মোট ১৫৩৯ জন চালক, কন্ডাক্টর ও কারিগরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাকটরদের যাত্রীদের সাথে সৌজন্যতামূলক আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণও নিয়মিত প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিআরটিসির চালক, কন্ডাক্টর ও কারিগরদের প্রশিক্ষণ প্রদান

মেরামত কার্যক্রম

ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন নিয়মিত মেরামত করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩৫৪৭টি যানবাহন মেরামত করে ৪,১৯,২৪৭/- টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান কার্যালয়ে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও কর্পোরেশনের পরিচালক, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাঃ ও পার্সোঃ) জনাব হায়দার জাহান ফারাস সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে অবগত করেন।

বিআরটিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ডিপোর সাথে ভিডিও কনফারেন্স

যাত্রী বিশ্রামাগার

আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসের যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা যাত্রীদের বিশ্রামাগার

বকেয়া বেতন ভাতা ও গ্রাচুইটি প্রদান

নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ প্রবর্তিত হওয়ায় বিআরটিসি'র কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকের ভাড়া জনস্বার্থে বৃদ্ধি না করায় নিজস্ব আয় দ্বারা বর্ধিত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে সরকার গত ৩০/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বিআরটিসি'কে শ্রমিক/কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও গ্রাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২১ (একুশ) কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে। এ ঋণের অর্থ থেকে শ্রমিক/কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও গ্রাচুইটি পরিশোধ অব্যাহত আছে।

বিআরটিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও গ্রাচুইটি পরিশোধের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে জনসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে:

- মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসির বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছে, যা অব্যাহত আছে।
- ঈদ, হজ্জ , বিশ্ব-ইজতেমা ও দেশের যে কোন দূর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান।
- মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি-তে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে ১৩টি আসন সংরক্ষিত আছে।
- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভে বাস সার্ভিস প্রদান করা হয়।
- বিআরটিসি'র সকল বাসে ধুমপান নিষিদ্ধ। 'ধুমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার বিআরটিসি'র সকল বাসে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সংযোজন করা হয়েছে।